আজকের কাগজ 35

তারিখ 14 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ

একজন ছাত্র নিহত ঃ ক্যাম্পাস আবারও রণাঙ্গন

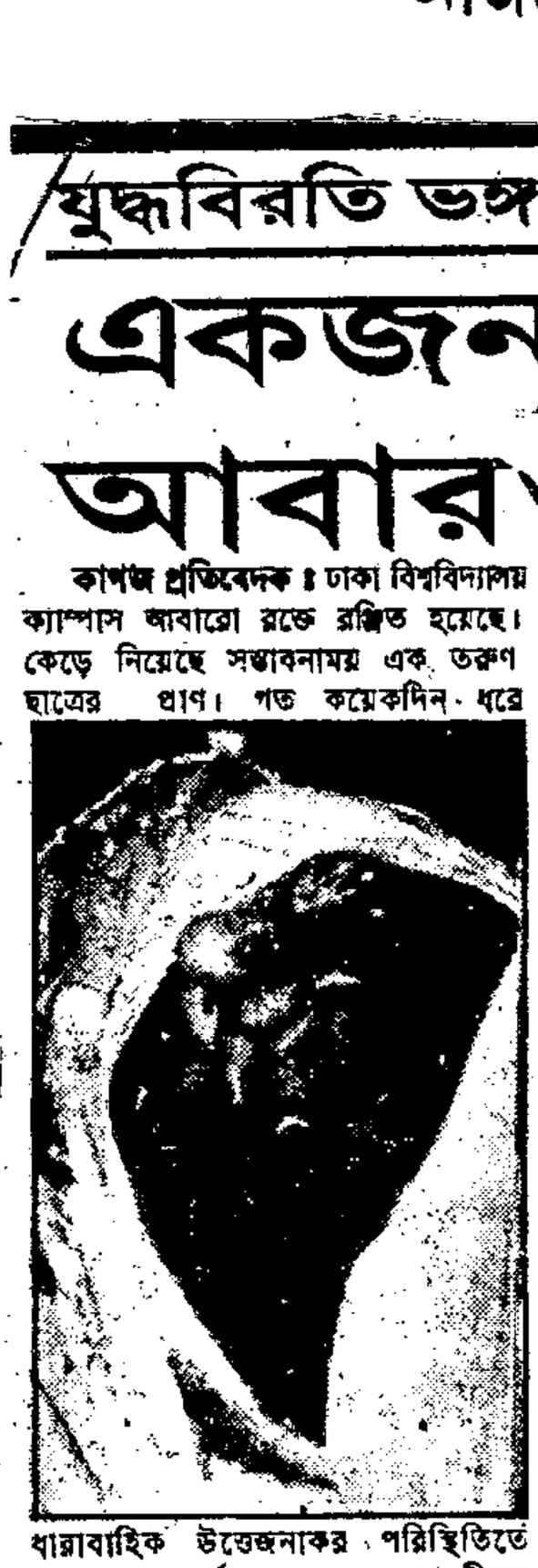

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবারো রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। কেড়ে নিয়েছে সম্ভাবনাময় এক তরুণ ছাত্রের প্রাণ। গত কয়েকদিন ধরে

ধারাবাহিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মারাত্মক সংঘর্ষের যে আশংকা ঘনীভূত হয়েছিলো তারই পরিণতিতে গতকাল শুক্রবার ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মুখোমুখি বন্দুক যুদ্ধ। অতঃপর লাশের সংবাদ।

ইফতারের ঠিক আগের মুহূর্ত। টিএসসিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত আড্ডা। ছাত্রদলের একটি সশস্ত্র গ্রুপ সোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্যের পাশে দাঁড়িয়ে। পাশে পুলিশের একটি দলের অবস্থান। হঠাৎ ছাত্রলীগের একটি সশস্ত্র দল শামসুন্নাহার হলের দিক থেকে টিএসসি'র দিকে আসতে থাকে। সশস্ত্র তরুণরা সড়ক দ্বীপ ঘুরে ডাসের সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সশস্ত্র দলের মধ্যে ব্যবধান ছিলো মাত্র কয়েক ফুট। ছাত্রলীগ কর্মীরা বাদল হত্যাকারীদের খোঁজাখুজি করছিলো। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দু'দলের তরুণদের কোমর থেকে বের হয়ে এলো আগ্নেয়াস্ত্র। শুরু হলো মুখোমুখি বন্দুক যুদ্ধ। ছাত্রদল 'ডাসের' আড়ালে অবস্থান নিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। ছাত্রলীগ একটু পিছু হটে শামসুন্নাহার হলের কাছে আশ্রয় নিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীদের কয়েক ফুট দূরে কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে; ছাত্র দলের তরুণরা পুলিশকে আহবান জানালো ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীদের ওপর আক্রমণ করবার। কয়েক জন পুলিশের কাঁদানে গ্যাস বহনকারী অস্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠলো কিন্তু দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর নিক্ষিপ্ত টিয়ার শেলের ধোঁয়া মৃদু দখিনা বাতাসে পুলিশ ও ছাত্রদল কর্মীদের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ফলে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা ডাস ছেড়ে হাকিম চত্বরের দিকে অবস্থান নেয়। আর পুলিশ আশ্রয় নেয় টিএসসি ভবনের কোণায়। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গ্রুপের মধ্যে পনেরো মিনিটের মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। সংঘর্ষকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এ সময় পুলিশ কমপক্ষে ২ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র দলের গুলি বিনিময় স্বল্প সময়ের জন্যে বন্ধ হলে টিএসসিতে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য একটি সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল বের করে। মিছিলটি সড়ক দ্বীপের চারদিকে ঘুরতে থাকে একই সময় ছাত্রলীগের একটি মিছিল শামসুন্নাহার হলের দিক থেকে টিএসসিতে এসে ঘুরে আবার শামসুন্নাহার হলের দিকে চলে যায় আর ছাত্রঐক্যের মিছিলটি ঘুরে ডাসের পশ্চিম দিকে আসলে মিছিল লক্ষ্য করে হাকিম চত্বর ও লাইব্রেরী এলাকা থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী এবং প্রত্যক্ষদর্শী একজন জানান, ছাত্রদলের কর্মীরা পুলিশের সামনেই মিছিলের ওপর গুলি চালায়।

গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মঈন হোসেন রাজু (২৩) রাজপথে লুটিয়ে পড়ে। মঈনের মাথার পেছনে গুলি লেগে সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। রাজপথে তার মগজ পড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আশংকাজনকভাবে তাকে সতীর্থরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে সাড়ে ৭টায় তার মৃত্যু হয়। রাজু এবার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। নিহত মঈন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। শহীদুল্লাহ হলের অনাবাসিক ছাত্র মঈনের দেশের বাড়ি বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায়। সে শ্যামলীর ২নং রোডে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতো।

রাজু মারাত্মক আহত হয়েছে এ সংবাদ বাসায় পৌঁছুলে পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বাবা-মা ছুটে আসেন হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত বিকৃত মুখমন্ডল নিষ্প্রাণ পুত্রের লাশ দেখে পিতা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। মাকে লাশ দেখতে দেয়া হয়নি। মায়ের সন্তান হারানোর আহাজারিতে হাসপাতালের পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের ভূমিকা ছিলো পক্ষপাতদুষ্ট- প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, পুলিশ ছাত্রদলকে সহায়তা করেছে। সংঘর্ষ থামানোর জন্যে পুলিশ কেবল ছাত্রলীগের কর্মীদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। তাছাড়া অপরিকল্পিতভাবে টিএসসির ভেতর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে সেখানে ইফতারের জন্যে অপেক্ষমান ছাত্রছাত্রী ও সংস্কৃতি কর্মীরা গ্যাসের কবলে পড়ে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মসজিদ, রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলে অবস্থানকারীরাও টিয়ার গ্যাসের কবলে পড়ে। পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাসে পুলিশও বেকায়দায় পড়েছিলো। গ্যাস থেকে বাঁচাতে পানির খোঁজে অনেক পুলিশকে দৌড়াতে দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের কর্মীরা রাজুর নিহত হওয়ার প্রতিবাদে মিছিল বের করে প্রেসক্লাব অভিমুখে যায়। বিক্ষুব্ধ কর্মীরা প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট এবং চাঁনখানপুলের কাছে দু'টি বিআরটিসি দ্বিতল বাসসহ বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশ প্রেসক্লাবের সামনেও আর এক দফা টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা নাসির-উদ-দোজা ও বেলাল চৌধুরী। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি থমথমে। অস্ত্রধারীরা এখনো হলে অবস্থান করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বার বার ক্যাম্পাস থেকে অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করার জন্যে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে নির্দেশ দিলেও তারা কর্তৃপক্ষের কথায় কর্ণপাত করেনি। ফলে গতকাল ক্যাম্পাসে আবার হত্যাকান্ড সংঘটিত হলো।